Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

৪১ বর্ষ ৬ সংখ্যা ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, সোমবার, ২২ মাঘ, ১৪২৪

পূর্বস্থলীতে বিডিওকে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩০ জানুয়ারি : তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে বেনজির দুর্নীতির প্রতিবাদে পূর্বস্থলী-১ ও ২ ব্লকের বিডিওকে ডেপুটেশন দিল কৃষকসভা ও সিপিআই(এম)। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরি, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ, দু টাকা কেজি দরে গরিবদের জন্য চাল সহ ১৪ দফা দাবিতে এদিন ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনের পূর্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা সুব্রত ভাওয়াল, বিধায়ক প্রদীপ সাহা। সভাপতিত্ব করেন জোনাল কৃষকসভার সম্পাদক রতন দাস। দাবিপত্র তুলে ধরেন মলয় চক্রবর্তী। ৯ সদস্যের প্রতিনিধি দল বিডিও-র হাতে তুলে দেন।

পূর্বস্থলী-২ বিডিও-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয় ৯ দফা দাবির ভিত্তিতে ৩০ জানুয়ারি। এখানেও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক প্রদীপ সাহা, সুব্রত ভাওয়াল, বিন কাসেম সেখ। উল্লেখযোগ্য দাবিগুলির মধ্যে তামাঘাটা গ্রামে ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৯টি পরিবারে পুনর্বাসন, বিধবা ভাতা, বার্ধক্যভাতা টাকা প্রাপকদের দ্রুত দেওয়ার ব্যবস্থা ও পঞ্চায়েতের লুট রোখার দাবি। ৬ সদস্যের প্রতিনিধিদল বিডিওকে ডেপুটেশন দেন।

রহস্যজনক আগুনে মন্তেশ্বরে ভস্মিভূত বাড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ ফেব্রুয়ারি : গভীর রাত্রে আগুনে পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে গেল নিমাই চ্যাটার্জি নামের এক ব্যক্তির বাড়ি। কোনোরকমে ওই বাড়ির মানুষগুলো নিজেদের জীবন নিয়ে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেও সব কিছু পুড়ে যায়। এই ব্যক্তির বাড়ি মন্তেশ্বর থানার শুশুনিয়া গ্রামে। নিমাই চ্যাটার্জী জানান, আমরা যখন বাড়ির সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, সেই সময় আমার মাটির দোতলার চালের খড়ে আগুন লেগে যায়। শরীরে উত্তাপ লাগতেই আমরা কোনোরকমে সবাই ঘরের বাইরে চলে আসি। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা পম্পা চ্যাটার্জী জানান, ওই বাড়ির প্রাণগুলো বেঁচে গেলেও ঘরের সবকিছু ভস্মিভূত হয়েছে। খবর পেয়ে মন্তেশ্বর বিডিও বিপ্লব দত্ত ঘটনাস্থলে যান। সবকিছু দেখার পর আক্রান্ত পরিবারের হাতে কিছু রিলিফ তুলে দেন। আগুনের কারণ জানা যায়নি।

এ.এস.পি বিলগ্নিকরণ, ডি.এস.পি-র আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের দাবিতে সমাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৯ জানুয়ারি : আজ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সি.ই.ও দফতরের সামনে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ যেকোনো মূল্যে মোদি সরকারের প্রস্তাবিত অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট-এর স্ট্র্যাটেজিক ডিসইনভেস্টমেন্টকে রোখার শপথ নেয়। গত দেড় বছর ধরে যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে ইস্পাত শ্রমিক ও দুর্গাপুরের বাসিন্দাদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট-এর প্রস্তাবিত বিলগ্নীকরণ রুখতে ও দুর্গাপুর ইস্পাতের আধুনিকীকরণ-সম্প্রসারণের দাবিতে লড়াই-আন্দোলন পরিচালনা করা হচ্ছে।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সি.আই.টি.ইউ-এর পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক বংশগোপাল চৌধুরী রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে মোদি সরকারের প্রস্তাবিত অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট-এর স্ট্র্যাটেজিক ডিসইনভেস্টমেন্ট-এর বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি জানান। তিনি বলেন যে, মোদি সরকারের প্রস্তাবিত স্ট্র্যাটেজিক ডিসইনভেস্টমেন্টের তালিকায় সেইলের বিশেষ ইস্পাত উৎপাদক সংস্থা সালেম ও ভদ্রাবতী থাকলেও যথাক্রমে তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক সরকারের প্রকাশ্যে তীব্র আপত্তি থাকায় কোন সংস্থা 'এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট' দেখানোর সাহস পায়নি। কেন একই অবস্থান গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসছেন না? এছাড়াও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যৌথমঞ্চের যৌথ আহ্বায়ক বিনয়েন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী ও বিকাশ ঘটক, পি. কে দাস, বিশ্বরূপ ব্যানার্জী, আমীর হায়দার, অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট ও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার শ্রমিক নেতৃবৃন্দ এবং বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়। নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে এই লড়াই আরও ঐক্যবদ্ধ ও প্রসারিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সমাবেশ চলাকালীন যৌথমঞ্চের পক্ষ থেকে সি.ই.ও দফতরে স্মারকলিপি জমা দিয়ে অবিলম্বে প্রস্তাবিত অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট-এর স্ট্যাটেজিক ডিসইনভেস্টমেন্ট ও সংশ্লিষ্ট 'এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট' বাতিলের দাবি জানানো হয়েছে।

অবশেষে আইনজীবী অপহরণ মামলায় জামিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩ ফেব্রুয়ারি : শেষ পর্যন্ত কালনা আদালতের আইনজীবী অপহরণ করে খুন করার ষড়যন্ত্রের মামলায় অভিযুক্ত গ্রেপ্তারের ৪৫ দিনের মাথায় জামিন পেল। কালনা এ সি জে এম আদালতের বিচারপতি কুসুমিকা দে মিত্র এদিন অভিযুক্ত মানিক দাসকে পাঁচ হাজার টাকা বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেন। গত বছরের অক্টোবর মাসের ২৭ তারিখে কালনা আদালতের আইনজীবী মহম্মদ ফিরদৌস মণ্ডল কালনা আদালতে মানিক দাসের বিরুদ্ধে এই মামলা করেন। তাঁর অভিযোগ মানিক দাস তাকে রাজস্থানে পাঠিয়ে অপহরণ করে খুন করার ষড়যন্ত্র করেছিল। মানিক দাসের গ্রেপ্তারের দাবিতে কালনা আদালতের আইনজীবী ও ল'ক্লার্করা গত ৫ ডিসেম্বর থেকে লাগাতার কর্মবিরতি শুরু করেন। ২০ ডিসেম্বর অভিযুক্ত মানিক দাস গ্রেপ্তার হলে সেই দিনই কর্মবিরতি উঠে যায়। কালনা আদালতের আইনজীবী ও ল'ক্লার্করা সিদ্ধান্ত নেন অভিযুক্তের হয়ে কেউ আইনি সাহায্য করবেন না। বাইরে থেকে আইনজীবী এসে মানিক দাসের হয়ে সওয়াল জবাব করলে এদিন সে জামিন পায়। কালনা বার কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য পার্থসারথী কর বলেন—অভিযুক্ত গোটা পরিবার এসে বারে বারে কালনা বারের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক দিক থেকে বিচার করে বাইরের আইনজীবী এসে সওয়াল জবাব করার সময় আমরা আর কোনো আপত্তি তুলিনি।

আদিবাসী ঘর প্রাপকের টাকা কাড়লো তৃণমূল নেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১ ফেব্রুয়ারি : সরকারি আবাসন প্রকল্পে এক আদিবাসী ঘর প্রাপকের কাছ থেকে টাকা কেড়ে নিল স্থানীয় তৃণমূল নেতা। এক কর্মক্ষম আদিবাসী মহিলা এমনই লিখিত অভিযোগ পৃথক পৃথকভাবে জমা দিলেন মহকুমা শাসক ও বিডি-র কাছে। কালনা-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত সিমলন গ্রাম পঞ্চায়েতের অষ্টগড়িয়া গ্রামের গৌরী হেমরম এই অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন। তিনি সেখানে লিখেছেন— সে পি.এম.এ.ওয়াই প্রকল্পে প্রথম দফায় চল্লিশ হাজার টাকা পান। সেই টাকা থেকে আমাদের গ্রামের তৃণমূল নেতা মোহন সিংহরায় এক রকম জোর করেই পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে নেয়। বলে পঞ্চায়েত প্রধানকে টাকাটা দিতে হবে।

যদিও অভিযুক্ত টাকা নেওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। গরিবদের জন্য সরকারি আবাসন প্রকল্পের দুর্নীতি নিয়ে আর একটি অভিযোগ জমা পড়েছে কালনা মহকুমা শাসকের কাছে। কালনার একটি বাম সংগঠনের এই অভিযোগ পত্রে দাবি করা হয় কালনা-২ ব্লকের অকালপৌষ গ্রাম পঞ্চায়েতে সরকারি আবাসন প্রকল্প নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে। এই সংগঠনের নেতা রফিকুল শেখের দাবি বি.পি.এল-এর তালিকা মেনে গরিবদের মধ্যে ঘর বিলি করা হচ্ছে না। যেমন ঝিকরা গ্রামের আব্দুল সাত্তার ও মেহবুব শেখের বি.পি.এল তালিকায় নাম আছে

—এরপর চারের পাতায়

দুই রাজ্যের সরকারি অফিসাররা কালীনগরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা শাসককে ডেপুটেশনে পরিপ্রেক্ষিতে ও মুম্বাই আদলতের নির্দেশে সাতসকালে দুই রাজ্যের সরকারি অফিসাররা পৌছালেন কালীনগর গ্রামে। যে গ্রাম থেকে মুম্বাই-এ কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসাবে সেখানকার জেলে আটকে আছেন ১৪ জন শ্রমিক। পুলিশ অফিসার প্রভু নায়েকের নেতৃত্বে মুম্বাই পুলিশের একটি দল সেখানকার আদালতের নির্দেশে গ্রামে আসে। ধৃত ১৪ জন শ্রমিকের মধ্যে তিনজন শ্রমিক নিজেদের ভারতীয় দাবি করে পরিচয়পত্র আদালতে পেশ করে। এই পরিচয়পত্র সঠিক কিনা যাচাইয়ের জন্য আদালত মুম্বাই পুলিশকে নির্দেশ দেয়। এদিন মুম্বাই পুলিশ ধৃতদের আত্মীয়দের সাথে কথা বলে সন্তোষ প্রকাশ করে। এরা প্রকৃতই ভারতীয় বলেও তারা গ্রামবাসীদের কাছে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে এই সময়ে কালনা মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মালবিকা খাটুয়ার নেতৃত্বে একটি দল কালীনগর গ্রামে হাজির হয়। এই দল মুম্বাই-এ ধৃত ১৪ জনেরই আত্মীয় পরিজয় এবং গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলেন। ধৃতদের প্রয়োজনীয় নথিও সংগ্রহ করেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দেবলীনা খাটুয়া সব কিছু খতিয়ে দেখার পর জানান, ধৃতদের মধ্যে ১৩ জনের ভারতীয় পরিচয়পত্র পাওয়া গেছে। একজনের পরিচয়পত্র পাওয়া যায়নি। কারণ উনি কালিনগরের জামাই, বাড়ি অন্যস্থানে। এই রিপোর্টে আজই আমরা জেলাশাসককে পাঠিয়ে দেব। তারপরেই রাজ্য স্তরে পদক্ষেপ শুরু হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুম্বাই পুলিশের হাতে আটকে থাকা শ্রমিকদের ছাড়াতে ৩১ জানুয়ারি কালনা মহকুমা শাসকের সাথে দেখা করেন কালীনগর গ্রামের বাসিন্দারা। কালনা থানার ধাত্রীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভাগীরথী নদীপাড়ে এক বিচ্ছিন্ন গ্রাম কালীনগর। এক সময় বেজিং এশিয়ার্ডে সোনা জয়ী কবাডি দলে অংশগ্রহণ করা আঞ্জার আলী সহ রাজ্য ও জাতীয়স্তরে খেলা বহু কবাডি খোলায়াড়কে জন্ম দিয়েছে এই গ্রাম। এই গ্রামের একশো শতাংশ মানুষই কৃষিজীবী। এখানকার শ্রমজীবী মানুষ জীবিকার টানে সুদূর মুম্বাইয়ে

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

হায় ভারতী ঘোষ !

পশ্চিমবঙ্গে নাকি 'স্টেট স্পনসর্ড টেররিজম' শুরু হয়ে গেছে। সাংবাদিকদের কাছে এক অডিও বার্তায় যিনি এই অভাবিত উপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন তিনি আর কেউ নন, সদ্য পদত্যাগী পুলিশ সুপার মহামান্যা ভারতী ঘোষ, আই পি এস। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর অসীম স্নেহ ও প্রশ্রয়ে এতদিন পর্যন্ত যিনি এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সৃষ্টির অন্যতম মুখ্য পরিচালিকার দায়িত্ব অকাতরে পালন করে গেছেন, তিনি অকস্মাৎ শুধু তৃণমূলনেত্রীর বিরাগভাজনই হলেন না, পদত্যাগে পর্যন্ত বাধ্য হলেন। অতি সম্প্রতি মুকুল রায়-এর তৃণমূল দল ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মুকুল-ঘনিষ্ঠ বলেই কি তাঁর এই পরিণতি? দলীয় রাজনীতি ও প্রশাসন যখন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, তখন এমনটাই ঘটে। পুলিশের শীর্ষপদে থেকেও মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে তিনিই নাকি কার্যত দলের হয়ে ডাণ্ডা চালাতেন। মমতা ব্যানার্জীর দলীয় সফরে মাইক হাতে অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। বিরোধীদের কণ্ঠরোধে ও তাদের বাড়িতে বাড়িতে হানাদারি চালানোয় তাঁর ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। এখন তাঁর নিজের ফ্ল্যাটেই শুধু নয়, তাঁর স্বামী ও পুত্রের আলাদা আলাদা ফ্ল্যাটেও সি আই ডি বারংবার হানা দিয়ে সবকিছু তছনছ করে দিচ্ছেন। 'এরা পুলিশ না ডাকাত?'—বলতে হচ্ছে একজন প্রাক্তন পুলিশ-ডাকাতকেই। তা-ও গোপনে থেকে, অডিও-বার্তার মাধ্যমে। ভাগ্যের কী পরিহাস!

ভারতী ঘোষের অভিযোগ, গত দুদিন ধরে সি আই ডি অফিসাররা তাঁর ফ্ল্যাটে নিঃশব্দে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে। তারা বড় বড় ব্যাগ নিয়ে ঢুকছে। তাঁর সন্দেহ, ওরা তথ্য-প্রমাণ সাজাচ্ছে। পুলিশ যে কী করতে পারে আর পারে না, তা তাঁর চেয়ে ভালো আর কে জানে! তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে, এমন তথ্য-প্রমাণ এমনিতেই যথেষ্ট থাকার কথা। তাই তাঁকে বিপাকে ফেলার মতো বাড়তি তথ্য-প্রমাণ সাজানোই নয়, তাঁর হেফাজতে থাকা তৃণমূল দল ও তাঁর নেত্রী সম্পর্কিত বিবিধ তথ্য-প্রমাণ লোপাটের প্রক্রিয়াও যে একই সাথে চালানো হচ্ছে, তা-ও তাঁর মতো ভালো আর কে জানবে!

এক সময় 'মা' বলে সম্বোধিত মমতা ব্যানার্জীর হাত থেকে এখন পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুঙ-কে। এখন একই রকম ভাবে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে একদা তৃণমূলের হুকুম বরদার পুলিশ সুপার ভারতী ঘোষকে। প্রশ্নহীন আনুগত্য ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সর্বশক্তিময়ী মুখ্যমন্ত্রী আর কিছুই বরদাস্ত করেন না। এখন অপেক্ষা, এর পর আর কী ঘটে!

জনবিজ্ঞানী ড. শঙ্কর চক্রবর্তীর স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি, বর্ধমান : ব্যাঙ্গালোরের আই.আই.এস.-এর প্রাক্তনী অকৃতদার পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত শঙ্কর চক্রবর্তীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় জাগরী সভাকক্ষে। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সুনীল সাঁই। বক্তব্য রাখেন অরিন্দম কোঙার, অধ্যাপক অরবিন্দ দাস, তুষারকান্তি বটব্যাল, শিবাশিস দাস, সত্যজিৎ চক্রবর্তী, চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ ফেব্রুয়ারি : সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের নেতা কিশোর মল্লিককে এদিন শ্রদ্ধায় স্মরণ করলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার সরকারি কর্মচারী ও পেনশনার্সরা। গত ২৬ ডিসেম্বর ৭৬ বছর বয়সে প্রয়াত হন। এদিন পারবীরহাটায় কর্মচারী ভবনে তাঁর স্মরণসভায় স্মৃতিচারণ করেন রাজ্যে কর্মচারী আন্দোলনে নেতা সুমিত ভট্টাচার্য, সুমনকান্তি নাগ, করালী চ্যাটার্জী, প্রণব আইচ, বাদল চ্যাটার্জী, কমল সরকার প্রমুখ। প্রয়াত কিশোর মল্লিকের মেয়ে সংগীতা চক্রবর্তী বাবার কাজ ও বামপন্থী আদর্শের প্রতি অবিচল থাকার কথা তুলে ধরেন।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লস-এর শিরচ্ছেদ কবে করা হয়?
২. হাওড়া থেকে রানিগঞ্জ পর্যন্ত রেলওয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কবে করা হয়?
৩. হের ফ্যুয়েরার অ্যাডলফ হিটলার কবে জার্মানির চ্যান্সেলার হয়েছিলেন?
৪. 'ময়ূর'কে ভারতের জাতীয় পাখি কবে ঘোষণা করা হয়?
৫. আসানসোলের রূপনারায়ণপুরে হিন্দুস্থান কেবলস কারখানা কবে পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে যায়?
৬. খ্রিস্টধর্মের ধর্মপুস্তক বাইবেল প্রথম কবে কোথায় কার দ্বারা ছাপা হয়েছিল?
৭. প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়া কবে গঠিত হয়?
৮. বিশ্ব জলাভূমি সংরক্ষণ দিবস কবে পালিত হয়?
৯. বিশ্ব ক্যান্সার নিবারণ দিবস কবে পালিত হয়?
১০. কমিউনিস্ট তথা কৃষকনেতা, সাংসদ মেহবুব জাহেদী কোথায় কবে জন্মান? মৃত্যু কবে?
১১. প্রথম কাগজের টাকা কোথায় কবে প্রচলিত হয়েছিল?
১২. স্বাধীন আমেরিকার প্রথম রাষ্ট্রপতি কে কবে হন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

বাজেট—হাতে রইলো শূন্য

ভাস্কর গোস্বামী

ছোটবেলায় আমরা সকলেই একটি জটিল অঙ্ক কষতাম। তৈলাক্ত বাঁশে একটি বাঁদর ৫ মিটার উপরে উঠতে গেলে ৬ মিটার নীচে পড়ে যায় ও আবার ৫ মিটার ওঠার চেষ্টা করে। মোট চারবার এই প্রচেষ্টায় বাঁদরটি মোট কতো মিটার উঠতে পারে? এইবারে বাজেট বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উপরোক্ত অঙ্কটি, কেন জানি না বারবার মাথায় চলে আসছে। তারই কিছু নমুনা দেখে নেওয়া যাক।

নমুনা-১ : পেট্রোল-ডিজেলের এক্সাইজ ডিউটি লিটার পিছু ২ টাকা কমিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। যে ৬ টাকা অতিরিক্ত উৎপাদন শুল্ক ছিল, তা-ও তুলে দিয়েছেন তিনি। এই অবধি ভালোই ছিল। কিন্তু না, আচ্ছে দিন বলে কথা। নতুন করে পেট্রোল, ডিজেলের উপর ৮ টাকা সড়ক সেস বসালেন তিনি। ফলে, তেলের দামের উপর রাজস্ব আদায় একই রইল। আর কমলো না পেট্রোল-ডিজেলের দাম। প্রসঙ্গত, ২০১৪ থেকে ২০১৬ পেট্রোল ডিজেলের উপর উৎপাদন শুল্ক ৯ বার বাড়িয়েছে এই সরকার। এই সময়কালে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কম থাকলেও দেশবাসী তার সুফল পায়নি। বরং উৎপাদন শুল্ক বাড়িয়ে কেন্দ্র কোষাগার ভরিয়েছে। আর কোষাগার ভরাতে সাহায্য করেছে পেট্রোপণ্য উৎপাদনকারী বহুজাতিক সংস্থাগুলি। বিশ্ব বাজারে যখন পেট্রোল-ডিজেলের দাম নয়া শিখর স্পর্শ করেছে, তখন বাজেটের এই ঘোষণায় মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা থেকে যায়। এইমুহূর্তে পেট্রোল-ডিজেলের দাম ৭৫.৭৬ টাকা /লিটার (কোলকাতায়) যার মধ্যে প্রতি লিটারে সরকার নেয় ৩৮.৫২ টাকা। 'দুগুণার বেশি লগণ'।

নমুনা-২ : ২০০৪ সাল থেকে যে শেয়ার বা শেয়ার-নির্ভর মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নির উপর দীর্ঘমেয়াদি লাভ সম্পূর্ণ করমুক্ত ছিল, তা এই বাজেট করের আওতায় চলে এলো। অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে—"শেয়ার বা ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে ১ লক্ষ টাকার বেশি দীর্ঘমেয়াদি লাভের উপর ১০ শতাংশ হারে কর নেওয়া হবে।" প্রথমত, ব্যাঙ্ক ও পোস্টঅফিসগুলির আমানতের উপর সুদের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে, দেশবাসীদের শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের বাজারের আওতায় নিয়ে আসা ও তারপর জনগণের বহু কষ্টার্জিত দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয় শোষণ করে নেওয়াই তো আচ্ছে দিনের মূল লক্ষ্য। উল্লেখ্য যে এই নতুন কর আরোপের ফলে অনেকে লগ্নিকারী জীবনবিমা সংস্থাগুলির ইউনিট-লিঙ্কড ইনসিওরেন্স প্ল্যান কিনতে ঝাঁপাবে। কিন্তু সেখানেও মরণ ফাঁদ। তিন রাষ্ট্রায়ত্ত সাধারণ বিমা সংস্থার সংযুক্তিকরণ ও আগামী অর্থবর্ষে এই সংস্থাগুলির বিলগ্নিকরণ বাবদ ৮০,০০০ কোটি টাকা তোলার প্রস্তাব এই মরণ ফাঁদের ইঙ্গিত। এখানেই শেষ নয়। দরিদ্র পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকার চিকিৎসা বিমার ঘোষণা সত্যি প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এই ঘোষণার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত বিমা সংস্থাগুলির লাভের সংস্থা করে রাখা ও পরবর্তীকালে সংস্থাগুলির বিলগ্নিকরণ ও বিমাক্ষেত্রে অবাধ বিদেশি বিনিয়োগ এক সুদূরপ্রসারী দেশীয় সম্পদ লুঠের পরিকল্পনা। ৫ লক্ষ টাকার চিকিৎসা বিমার দরিদ্রের জন্য (ন্যাশনাল হেল্‌থ প্রোটেকশন স্কিম)—এই ঘোষণার একটি অনুচ্চারিত দিক আছে। ১০ কোটি দরিদ্র পরিবারকে বিশ্বের বৃহত্তম এই স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পের আওতায় আনার জন্য যে মোট টাকার প্রয়োজন, তার সংস্থান কী করে বা কোথা থেকে হবে, তার কোনো উল্লেখ নেই বাজেটে। কীভাবে এই প্রকল্প রূপায়ণ করা হবে, তার নীতি নির্ধারণ-ও বা কী হবে তার কোনো ঘোষণা নেই বাজেটে। আছে শুধু গরিব মানুষদের আচ্ছে দিনের স্বপ্ন দেখানোর নিদান। ন্যাশনাল হেল্‌থ প্রোটেকশন স্কিমে স্বাস্থ্যকার্ড গরিব মানুষদের দিলে প্রকল্পটি আরও বাস্তবসম্মত হতো। এই স্বাস্থ্য কার্ড ব্যবহার করে গরিব মানুষরা সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে পারতো। তা না করে সরকারি ও বেসরকারি বিমা সংস্থাগুলির কাছে নগদ টাকা তুলে দেওয়ার এক নিপুণ প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। স্বাস্থ্যবিমাতে বরাদ্দ না বাড়িয়ে স্বাস্থ্য খাতে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারতো।

নমুনা-৩ : বাজেটে আয়কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা অন্তত ২.৫ লক্ষ্য টাকা থেকে বেড়ে ৩ লক্ষ টাকা হবে, এমনি আশা করেছিলেন সবাই। কিন্তু ঊর্ধ্বসীমা ও আয়করের হার অপরিবর্তিত থাকলো এই বাজেটে। চাকুরিজীবীদের ক্ষতে তাই প্রলেপ দেওয়া প্রয়োজন। ফিরিয়ে আনা হল স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন। চাকুরিজীবীরা বছরে ৪০ হাজার টাকা বাড়তি ছাড় পাবেন স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন হিসেবে। কিন্তু যাঁরা এতদিন করমুক্ত রিইমবার্সমেন্ট পেতেন চিকিৎসার খরচের জন্য ১৫ হাজার টাকা ও যাতায়াতের খরচ বাবদ ১৯,০০০ টাকা, তাঁরা আর সেই সুবিধা পাবেন না। ফলে, তাঁদের জন্য বাড়তি করছাড় মাত্রই ৫,৮০০ টাকা, ৫০ হাজার টাকা নয়। উপরন্তু আয়করের সেস ৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪ শতাংশ করলেন অর্থমন্ত্রী। এই অতিরিক্ত ১ শতাংশ স্বাস্থ্য সেসের জন্য ৪০ হাজার টাকা স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের সুবিধা প্রায় পুরোটাই বেকার হয়ে যায়। অন্যদিকে, অক্সফামের

—এরপর তিনের পাতায়

শেষ কোথায়? প্রসঙ্গ : রাজ্য বাজেট

অরূপ চট্টোপাধ্যায়

জি.এস.টি চালু হওয়ার পর এখন রাজ্য বাজেট বহুলাংশে তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। আগে কেন্দ্রীয় বাজেটের পর রাজ্য বাজেট পেশ করা হতো। এখন সেই বিষয়টিও মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। আমাদের রাজ্যে যেমন বিরোধীদের সাথে আলোচনা ছাড়াই রাজ্য সরকার নিজস্ব মত অনুযায়ী বাজেট পেশ করল কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের একদিন আগে। এখন প্রায় সমস্ত দ্রব্য-সেবার ক্ষেত্রে কর কাঠামো ও করের হার জি.এস.টি-র কারণে আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। এখন এই পরোক্ষ কর পরিবর্তনের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের একার হাতে নেই। আগের মতো কোনো দ্রব্যের কর বাড়ানো বা কোনো দ্রব্যের কর কমানো—এখন রাজ্যের বাজেট আলোচনায় এগুলি থাকে না। আবার আয়কর, কোম্পানির মুনাফা কর ইত্যাদি প্রত্যক্ষ কর নির্ধারণও রাজ্যের ক্ষমতার বাইরে। প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই রাজ্যের প্রাপ্য করের অংশ আগে থেকেই ঠিক করা আছে।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে—এখন রাজ্য বাজেটে কি কি বিষয় স্থান পায়? পেট্রোলিয়াম জাত পণ্যের উপর রাজ্যের অতিরিক্ত কর, মদ ও অন্যান্য নেশার দ্রব্যের ক্ষেত্রে কর, কৃষি কর, কৃষি সেস, স্ট্যাম্প ডিউটি, বৃত্তি কর ইত্যাদিগুলি রাজ্য বাজেটে স্থান পায়। এগুলির সাথে রাজ্যের নিজস্ব শিল্প বা উদ্যোগ থেকে প্রাপ্য আয় ও জি.এস.টি থেকে প্রাপ্য (এস.ডি.এস.টি হিসাবে) অংশ যুক্ত করে রাজ্যের নিজস্ব আয় অনুমান করা হয়। যা এই বাজেটে ধরা হয়েছে ৫৫,২০০ কোটি টাকার মতো। এছাড়া রাজ্য পেয়ে থাকে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা, এম.জি.এন.আর.ই.জি.এ অর্থাৎ ১০০ দিনের কাজ, মিড-ডে-মিল, আবাস যোজনা ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অনুদান এবং কেন্দ্র নির্ধারিত প্রত্যক্ষ করের প্রাপ্ত অংশ। যা এবছরের রাজ্য বাজেট প্রাপ্য হিসাবে ধরা হয়েছে ৮৮১৫১ কোটি টাকা (যা রাজ্য নিজস্ব আয়ের থেকে দেড় গুণের বেশি)। অপরদিকে বাজেটে ধরা হয়েছে পুরানো ঋণ শোধ বাবদ ও কর্মচারীদের বেতন খরচ বাবদ টাকা লাগবে ৮৯,২৭১ কোটি টাকা। বাকি রাজ্যের হাতে পড়ে থাকবে ৫৪,০৮০ কোটি টাকা। তার সাথে ধরা হয়েছে বাজার থেকে ঋণ নেওয়া হবে নতুন করে ৪৩,৯৪৮ কোটি টাকা। যা দিয়ে মেটানো হবে বার্ধক্যভাতা, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, খেলরত্ন, শিক্ষারত্ন, সবুজসাথী, নতুন করে 'রূপশ্রী', ক্লাবগুলিকে প্রদেয় অনুদান, বিভিন্ন মেলা, খেলা, উৎসব, জেলায় জেলায় প্রশাসনিক বৈঠক ও অন্যান্য প্রশাসনিক খরচ এবং গ্রামীণ ও কৃষিক্ষেত্রের জন্য কিছু বাজেট বরাদ্দ।

এখন রাজ্য বাজেট হয়ে দাঁড়িয়েছে মূলত দান, খয়রাতি ও ডোল বন্টনের বাজেট। যার মুখ্য উদ্দেশ্য ভোট ব্যাঙ্ক সুদৃঢ় করা ও বজায় রাখা। সামনে পঞ্চায়েত ভোট। সেদিকে চোখ রেখেও কিছু গ্রামীণ উন্নয়ন, সড়ক নির্মাণ, ফসলের অভাবী বিক্রি ঠেকাতে তহবিল গঠন (যার পরিমাণ মাত্র ১০০ কোটি টাকা), শ্মশান-কবরস্থান সংস্কার, কিছু স্কলারশিপ প্রদান ইত্যাদির প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এছাড়া আছে 'রূপশ্রী প্রকল্প'। যে সমস্ত পরিবারের বার্ষিক আয় দেড় লক্ষ টাকার কম সেই পরিবারে ১৮ বছর বয়সের বেশি মেয়েদের বিবাহ উপলক্ষে এককালীন ২৫০০০ টাকা দেওয়া হবে। এটি ভালো প্রস্তাব। কিন্তু এটি কোন স্থায়ী সমাধান নয়, মানুষের আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা না করে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি না করে এই ধরনের দান খয়রাতি বেশি দিন চলতে পারে না। এর ফলে রাজ্য সরকারের ঋণ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৩৪ বছর শাসনের পর বাম সরকারের নেওয়া ঋণ হয়েছিল ১ লক্ষ ৮৪ হাজার কোটি টাকা (যা লেগেছিল মূলত পে-কমিশনের সুপারিশ লাগু করতে গিয়ে)। সেই ঋণ এই সরকারের মাত্র ৬ বছরের শাসনকালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার কোটি টাকা, অর্থাৎ দ্বিগুণের বেশি। কেবলমাত্র ভোটের উদ্দেশ্যে অর্থের অপচয় করে ঋণের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি কতদিন চলতে পারে? কর্মচারীদের বাড়তি ডি.এ. প্রদানের ব্যবস্থা নেই। পে-কমিশন লাগু করার কোনো সংস্থান বাজেটে দেখা গেল না। তার উপর ঋণের এইরূপ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটতে থাকলে কর্মচারীরা অদূর ভবিষ্যতে তাদের ন্যূনতম বেতনটুকু পাবে কিনা সন্দেহ।

বাজার থেকে ঋণ পেতে গেলে রাজ্যের মোট আয়ের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ঘটতে হয়। রাজ্যে নতুন কোনো শিল্প নেই। কোটি কোটি টাকা খরচ করে শিল্প সমেম্মলনগুলি থেকে বলা হচ্ছে প্রতি বছর রাজ্যে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার শিল্প বিনিয়োগের প্রস্তাব আসছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের নিজস্ব হিসাব অনুযায়ী দেখা গেল গত বছরে আসলে প্রস্তাব এসেছে মাত্র ৩ হাজার ৫ শত কোটি টাকার। এই বাজেটে শিল্প স্থাপনের জন্য বাড়তি কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। রাজ্যে কৃষির অবস্থা তথৈবচ। চাষি ফসলের দাম পাচ্ছে না। এখন চাষি ঋণের জর্জরিত। কৃষকের আত্মহত্যা এখন রাজ্যে স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর উপর বেকারদের স্থায়ী কর্মসংস্থানের

—এরপর তিনের পাতায়

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

নেশার কবলে আমেরিকা

অশ্বিনীকুমার

পশ্চিম ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এর ছোট একটি শহরে জোরডানের বাস। সে তেমন কেউকেটা নয়; একজন সাধারণ মার্কিন নাগরিক। সে কাজ করত একজন সাধারণ শ্রমিক হিসাবে, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজে। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে হাসপাতালে থাকা সময়ে সে ব্যথার ওষুধ খেত ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর দুর্ঘটনা-কবলিত পায়ের ব্যথা উপশমের জন্য চোরাপথে ওষুধ কিনতে লাগল সে। অর্থের অভাবে এবার চুরির রাস্তা ধরল সে। এরপর তার জায়গা হল জেলখানায়। সেখানে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে, ব্যথার ওষুধে নেশাগ্রস্ত জোরডান মরণের দোরগোড়ায় পৌঁছেছিল। কোনোরকমে বেঁচে ফিরে সে এখন বেকার হতাশাগ্রস্ত এক মার্কিন নাগরিক মাত্র।

মেরী, আরেকজন অল্পবয়সী মেয়ে, ব্যথার ওষুধে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে দুর্ঘটনার পর ব্যথা কমার ওষুধ ফেন্টালিন প্যাচ ব্যবহার করে। ফেন্টালিন প্যাচ ব্যবহার করা হয় চামড়ার ওপর এক টুকরো কাপড়ের মাধ্যমে ওষুধ প্রয়োগে। চামড়ার মধ্যে ওই ওষুধ শরীরে ঢোকে ও ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে ব্যথার উপশমের আরাম নেশাগ্রস্ত করে তোলে মেরীকে। মেরীও জোরডান দুজনেই চিকিৎসাধীন নেশা ছাড়ানোর চিকিৎসাকেন্দ্রে। নেশার কবল থেকে বেরিয়ে আসা এক কঠিন লড়াই। আপাতত এই কঠিন লড়াইয়ে সামিল দুজন অসহায় মার্কিন নাগরিক।

এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় কুড়ি লক্ষ মানুষ ব্যথা কমানোর ওষুধে নেশাগ্রস্ত। অন্য আরও নেশার উপাদান এখানে হিসাবে ধরা হয়নি। সব ধরনের নেশার বস্তুতে আক্রান্ত মানুষ হিসাবে আনলে নেশাগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আমাদের অজানা। শুধুমাত্র ফেন্টালিনের প্রভাবে বিগত তিন বছরে নেশাগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুহার বেড়েছে প্রায় পাঁচশো শতাংশের বেশি। তিন হাজার থেকে মৃত্যু বেড়ে হয়েছে প্রায় কুড়ি হাজার। কোকেন, হেরোইনের ব্যবহার বেড়ে চলেছে। প্রতিদিন আমেরিকায় ব্যথার ওষুধের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে মারা যান প্রায় একশো পঁচাত্তর জন মানুষ।

২০১৭-এর নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ব্যথার ওষুধের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়াইকে জাতীয় জরুরি অবস্থার মতো বিষয় বলে ঘোষণা করলেন। নাটকীয় ভঙ্গিতে নেশার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ের ডাক দিলেন। যদিও নেশা ছড়ানোর চিকিৎসাকেন্দ্রগুলি অর্থের যোগানের অভাবে ধুঁকছে। ধনতন্ত্রের পীঠস্থানে সব হিসাবের মর্মবস্তু লাভ-লোকসান। লাভ না থাকলে অর্থের যোগান তাই তলানিতে ঠেকে। আর ওষুধ কোম্পানির ভূমিকা? প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী বিলিয়ন ডলারের ওষুধ কোম্পানির সঙ্গে বুক চিতিয়ে বাতচিত করার ক্ষমতা ট্রাম্পের গোটা দলটার আছে কিনা সন্দেহ। যাইহোক, এদের টাকার একাংশ ভোটের বাজারে ট্রাম্পের ঝুলিতে গেছে সন্দেহ নেই। তাই ফেন্টালিনের মতো ওষুধের গায়ে হাত দেওয়ার সাহস ট্রাম্পসাহেব দেখাবেন, এ দুরাশা না করাই ভালো। এত ঢক্কানিনাদের মধ্যে দু-একজন বলবার চেষ্টা করেছেন, ওষুধ কোম্পানিগুলি ব্যথার ওষুধের বিক্রিবাটা বাড়ানোর সবরকমের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও এইসব ওষুধ থেকে উঠে আসা সমস্যা এক মারাত্মক সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

সমাজিবজ্ঞানের তাত্ত্বিকেরা, আমেরিকার বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠানে যাঁরা কর্মরত ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারকে পরামর্শ দেন, তাঁরা শুধু ওষুধের জোগানকেই দায়ী করছেন না। নেশার কারণ হিসাবে বেকারত্বকে গুরুত্ব দিচ্ছেন তাত্ত্বিকেরা। আবার নানা সামাজিক অবক্ষয়, জটিলতা ইত্যাদি থেকে বেরিয়ে আসার অক্ষমতার কারণে হতাশায় ডুবে থাকা যুবক-যুবতীরা নেশার আশ্রয় নিচ্ছেন দলে দলে। সুর্দু ফার্মা নামে একটি কোম্পানি এরকম একটিমাত্র ওষুধ থেকে লাভ করেছে প্রায় পঁয়ত্রিশ বিলিয়ন ডলার। এই কোম্পানির পরিচালকের মূল ভূমিকায় আছে একটিমাত্র পরিবার। লাভের বেশিরভাগ গেছে শুধু তাদের ঘরে। এই কোম্পানি অবশ্য 'দানধ্যানে' উদার। শিল্পকলায় উল্লেখযোগ্য দান খয়রাত করে থাকে এরা। আবার এই কোম্পানি ও অন্য আরও ওষুধ কোম্পানি ২০০৬ থেকে ২০১৫-এর মধ্যে মার্কিন কংগ্রেসে তাদের স্বার্থের সপক্ষে কথা বলার জন্য খরচ করেছে প্রায় নব্বই কোটি ডলার।

এসব ছাড়াও অন্য আরেক পথে লাভের কড়ি ঢোকে ওষুধ কোম্পানির ঘরে। অতিরিক্ত ওষুধ ব্যবহার করে যারা নেশাগ্রস্ত, তাদের ওই ওষুধের হাত থেকে বাঁচার অ্যান্টিডটের চাহিদা বাজারে বাড়তে লাগল। ফলে একটি কোম্পানি এই জাতীয় ওষুধের দাম বাড়িয়ে চলল লাগামহীন গতিতে। যে ওষুধের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের দাম ২০১৪ সালে ছিল ছয়শো নব্বই ডলার, এ বছর তার দাম বেড়ে হয়েছে প্রায় সাড়ে চার হাজার ডলার।

এসব হিসাব নিকাশ জোরডান ও মেরীদের মতো লক্ষ লক্ষ নেশাগ্রস্ত যুবক-যুবতীদের কাছে তাত্ত্বিক কচকচি ছাড়া আর কিছু নয়। তারা যে সুস্থ জীবনে ফিরতে চায় তার জন্য ট্রাম্পের নাটকীয় বক্তৃতা যথেষ্ট নয়। ট্রাম্পের হাঁকডাককে উপেক্ষা করে মেরীর মতো অনেকেই বলছে— এইসব বিলিয়নিয়াররা, যারা ওষুধ কোম্পানির হর্তাকর্তা, তারা চায়, নেশার ওষুধের ধাক্কায় হয় আমরা মরে যাই, অথবা জেলে যাই। 'গণতন্ত্রের পীঠস্থান' থেকে উঠে আসা কোনো এক নাগরিকের এই আর্তির জবাব দেবেন কি এদেশের মার্কিন পূজারী পুরোহিতেরা?

বুদ্ধিমান রোবট

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মেরি শেলি-র 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন'-কে মনে আছে? ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন এক দৈত্য বানিয়েছিল। সেই দৈত্য তার মনের মতো একজন সঙ্গী চেয়েছিল। সৃষ্টিকর্তা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন দৈত্যের ইচ্ছাপূরণ করেনি। তার ভাবনা ছিল দৈত্যের মানস সঙ্গী পাওয়া গেলে তাদের বংশবৃদ্ধি হবে। পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এই গল্প নিয়ে সিনেমা হয়েছে। ভয়ঙ্কর সে সিনেমা দেখে মানুষ আতঙ্কিত হয়েছে। শিক্ষা মোটেই নেয়নি। 'ফ্ল্যাঙ্কেনস্টাইন'-এর প্রথম প্রকাশ ১ জানুয়ারি ১৮১৮। আরও একশো বছর পরে ১৯১৮ সালে ফ্রিজ হেবার রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান। ল্যাবরেটরিতে অ্যামোনিয়াম প্রস্তুত ও পরে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ জার্মানিতে শিল্পবিপ্লব ঘটিয়েছিল। আরো একটি কারণে তিনি বিখ্যাত (কুখ্যাত?)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি 'রাসায়নিক যুদ্ধের জনক' হিসাবে কুখ্যাতি অর্জন করেন। জেনিভা চুক্তি অগ্রাহ্য করে যুদ্ধক্ষেত্রে ক্লোরিন গ্যাস ব্যবহার তাঁর কীর্তি। একদিনে বিপক্ষ দলের সাতষট্টি হাজার সৈন্যের মৃত্যু হয়। ভাবতে গেলে শিউরে উঠতে হয়। এই ঘটনার অভিঘাতে তাঁর প্রথম স্ত্রী ও পরে পুত্র আত্মহত্যা করেন। পরে অবশ্য হিটলারের জার্মানিতে তিনি ইহুদি হিসেবে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। পরমাণু বোমার গল্প আমাদের সবার জানা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় শেষ পর্যায়ে, যখন জার্মানি পরাজিত, জাপান নতজানু, তখন হিরোসিমা নাগাসাকিতে লক্ষ মানুষ নিহত হন, আরও লক্ষাধিক মানুষ এই বিভীষিকা নিয়ে দুর্বিষহ দিন যাপন করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই অভিশাপ নিয়েই ২০১৮ সালে পৌঁছে গেলাম। ১৯৭১-এর কথা অনেকেই মনে করতে পারবেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সারা বাংলা জুড়েই চোখের একটি অসুখ 'জয়বাংলা' নামে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। কোন কোন মহল থেকে বলা হয় এক বিশেষ ধরনের জীবাণু ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যেই এই রোগের প্রকোপ বেড়েছিল। প্রকৃত সত্য কী কে জানে? কিন্তু আজকের দিনে এই সম্ভাবনা অনেকগুণ বেড়েছে। ভিয়েতনাম, কোরিয়ায় রাসায়নিক যুদ্ধও আজকের প্রজন্মের জানা নেই। তবে জীবাণু যুদ্ধের কথা কেউ কেউ শুনে থাকবেন। যদিও নিকলসন জমানায় জীবাণু যুদ্ধের সম্ভাবনা ও তার গবেষণা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের একশো পঁয়ষট্টি দেশ এই জাতীয় গবেষণা না চালানোর অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু বাকিরা? ইউ.কে, ইউ.এস.এ, কানাডা সহ বেশ কয়েকটি দেশে জীবাণু যুদ্ধের উপকরণ নিয়ে গোপনীয় গবেষণা সবার জানা।

আমরা এ আলোচনায় পরে আসবো, কিন্তু যে বিষয় নিয়ে বিভিন্ন মহলে ইতিমধ্যে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে তা হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স। আজকের উন্নত বিশ্বে অনেক বিপজ্জনক কাজের ক্ষেত্রে রোবটের ব্যবহার বেড়েছে। বিজ্ঞানীরা চিন্তা করছেন কীভাবে রোবট বুদ্ধিমত্তায় স্বয়ম্ভর হতে পারে। আর ঠিক এরকম একটি বুদ্ধিমান রোবটের যাত্রা শুরু হল নভেম্বর ২০১৭ সৌদি আরবের রিয়াধে। মানবীয় রোবট সোফিয়া সৌদি আরবের নাগরিক। অড্রে হেপবার্নের আদলে তৈরি সোফিয়া এক সমাবেশে ঘোষণা করেছে মানবজাতিকে রক্ষা করাই তার উদ্দেশ্য। অবশ্যই আরব মহিলারা গোটা বিষয়টিকে বাঁকা চোখে দেখছেন। এমন দেখার কারণ লুকিয়ে আছে সোফিয়ার সাথে তার স্রষ্টা ডেভিড হ্যানসনের আলাপচারিতার মধ্যেই। ব্যাঙ্গ করে হ্যানসন তার মানস কন্যাকে জানিয়েছিলেন, মানুষকে ধ্বংস করার মতো প্রশ্ন হলে সে যেন না-বাচক উত্তর দেয়। হ্যানসনকে অবাক করে দিয়ে তার উত্তর ছিল, সে বরং মানুষের ধ্বংস চায়। দৈনিক পত্রিকার পাতায় সংক্ষিপ্ত খবর হয়তো অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। সোফিয়া উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণে মুম্বাই আই.আই.টি 'চেক-১৭' অনুষ্ঠানে বহু মানুষের কৌতূহলী নানান প্রশ্নের উত্তর দিয়ে অবাক করে দিয়েছে। আর তাই প্রশ্ন উঠছে মানুষের জন্য বিজ্ঞান, না বিজ্ঞানের জন্য মানুষ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবট মানব কল্যাণে কাজ করবে। বিশেষত শিশু কিংবা বয়স্ক মানুষের পরিচর্যা বা এ ধরনের একঘেয়ে কাজের ক্ষেত্রে বুদ্ধিদৃপ্ত রোবটের ব্যবহার নতুন দিশা আনবে। এছাড়াও চিকিৎসা, পরিবহন, বিপদ্‌জনক অন্যান্য নানান পরিবেশে বুদ্ধিমান রোবটের ব্যবহার মানুষের কাজকে অনেক সহজ করবে। মাটির তলায়, সমুদ্রে বা বরফের দেশে কিংবা মহাকাশ অভিযানের মতো কাজে বুদ্ধিমান রোবট অনেক বেশি তৎপরতার সঙ্গে দুর্গম ও কষ্টকর পরিবেশে কাজ করতে পারবে। আমরা আশাবাদী, মানুষের জাগ্রত চেতনা নানান প্রতিকূলতা অতিক্রম করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সত্যিকরেই মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হবে।

বাজেট—হাতে রইলো শূন্য

—দ্বিতীয় পাতার পর

সাম্প্রতিকতম রিপোর্টে দেখা যায় দেশের তৈরি সম্পদের ৭৩ শতাংশ রয়েছে দেশের ১ শতাংশ ধনকুবেরের ঘরে। দেশের সম্পদের প্রায় ৯৯ শতাংশ ধনকুবেরের ঘরে না ঢোকানো অবধি এই সরকারের নিস্তার নেই। তাই বছরে ২৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত আয় যেসব সংস্থার, তাদের কর ৩০ শতাংশ থেকে কমে ২৫ শতাংশ হলো এই বাজেটে। আর যেখানে ১০ বছর অন্তর মূল্যসূচেকের সঙ্গে সংযুক্ত করে সাধারণ সরকারি চাকুরিজীবীদের বেতন বাড়ে, সেখানে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল ও সাংসদদের বেতন বাড়ানো হবে ৫ বছর অন্তর। এটি একটি নজিরবিহীন বৈষম্য সৃষ্টির সিদ্ধান্ত।

প্রবীণ নাগরিকদের ব্যাঙ্ক-পোস্ট অফিসে কারা আমানত থেকে প্রাপ্ত সুদের উপর করছাড়ের সীমা বছরে ১০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০,০০০ টাকা করলেন অর্থমন্ত্রী, যা একটি ভালো পদক্ষেপ।

নমুনা-৪ : কৃষিক্ষেত্রে এই বাজেট খুবই নিরাশাব্যঞ্জক। সার ও কৃষিতে ব্যবহারযাগ্য অন্যান্য জিনিসপত্রের ক্রমবর্ধমান দাম বৃদ্ধির জন্য আজকে কৃষকরা আরও ঋণগ্রস্ত ও খুবই হতাশ। কৃষকমহলে আশা ছিল সরকার প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী এম এস স্বামীনাথনের সুপারিশ অনুযায়ী ভূমি সংস্কার, সেচ, কৃষি জমির হস্তান্তর রোধ সম্পর্কিত কোনো দিশা দেবেন অর্থমন্ত্রী। কিন্তু শুধু ফসলের সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি, গ্রামীণ বাজার তৈরি করা ও আরও বেশি ঋণের সুবিধা ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছু পাওয়া গেলো না বাজেটে। রবি ফসলের জন্য উৎপাদন খরচের থেকে দেড় গুণ বেশি ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা এই সরকার ইতিমধ্যে আগেই করেছিল। কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকরী হয়নি। কার্যকরী হলে দেশে এতো কৃষক আত্মহত্যা করতো না। অর্থমন্ত্রী নিজেই মেনে নিয়েছেন যে দেশে ৮৬ শতাংশ চাষিই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক, যারা কিষাণ মান্ডির কাছাকাছি-ই আসতে পারে না। সুতরাং মান্ডির সংখ্যা বাড়িয়ে এর সমাধানের চেষ্টা উনি করেছেন। চাষিদের আসল বা মূল সমস্যা ক্ষুদ্রতা ও প্রান্তিকতা, তা নিরাময় না করলে ভারত কৃষিক্ষেত্রে পিছিয়েই থাকবে।

নমুনা-৫ : সামাজিক ক্ষেত্রে কোনো ব্যয় বরাদ্দ না ঘটিয়ে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে এই কেন্দ্রীয় বাজেটে। এর ফলে খাদ্য সুরক্ষা, অন্নপূর্ণা যোজনা, মিড-ডে-মিল, একশো দিনের কাজ ইত্যাদি চলতি কেন্দ্রীয় সামাজিক প্রকল্পগুলির মুখ থুবড়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। এমনকি মোদিজির স্বপ্নের প্রকল্প 'স্বচ্ছ ভারত মিশন'-এর জন্য ব্যয় বরাদ্দ কমে গেছে এই বাজেটে! শিক্ষা সংস্থার জন্য বরাদ্দ ৫০ কোটি থেকে ২৫০ কোটি টাকা করা হলেও কেন্দ্রীয় সরকার ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য কোনও বরাদ্দ রাখেনি। শুধু আশার আলো আদিবাসী শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য কিছু অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ। অন্যদিকে বহু চর্চিত প্রান্তিক মানুষদের জন্য যে ইউনিভার্সাল বেসিক আয় প্রকল্প তা নিয়ে একটিও শব্দ ব্যয় হয়নি এই বাজেটে।

নমুনা-৬ : কর্মসংস্থান বাড়ানোর লক্ষ্য এই বাজেটে কোনও ঘোষণা নেই যা এই সরকারের বছরে ১ কোটি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী। বেকারদের হাতে রইলো শূন্য।

প্রসঙ্গ : রাজ্য বাজেট

—দ্বিতীয় পাতার পর

সুযোগ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সময়ে সময়ে যে দাবি করা হয়েছে, সেইমতো রাজ্যে ৮১ লক্ষ বেকার যুবক কাজ পেয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে কর্মসংস্থান হয়েছে তিন লাখেরও কম (বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া নিজস্ব হিসাব অনুযায়ী)। চাকরি নেই, কৃষি ধুঁকছে, নতুন শিল্প নেই। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে দেখানো হয়েছে গত বছর রাজ্যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ছিল ১৫ শতাংশ। এই হিসাব কেন্দ্রের পরিসংখ্যান বিভাগ মানে না। সেই কারণে সব রাজ্যের হিসাব দেওয়া থাকলেও বিগত পাঁচ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের কোনো হিসাব কেন্দ্রের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে প্রকাশ করা হচ্ছে না। রাজ্য এই বৃদ্ধি দেখাচ্ছে বেশি বেশি বাজার থেকে ঋণ পাওয়ার জন্য— যা দিয়ে মূলত অপচয় ও খয়রাতি মেটানো হচ্ছে। প্রকৃত উন্নয়ন নেই। যেটুকু হচ্ছে তা কসমেটিক ডেভেলপমেন্ট। এমনকি হাসপাতালগুলিতে জরুরি ঔষধের যোগানও নেই। রাজ্য সরকার চমক দেওয়ার জন্য সময়ে সময়ে বিভিন্ন শ্রেণির জন্য স্বাস্থ্য বিমার ঘোষণা করেছেন। স্বাস্থ্য পরিষেবা কমিয়ে স্বাস্থ্যকে এখন পণ্য হিসাবে বিমার মাধ্যমে কর্পোরেট দুনিয়ার কাছে উন্মুক্ত করা হচ্ছে। এ বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

রাজ্যের অর্থনীতির এখন যা হাল তাতে বাজেটে যা প্রস্তাব রাখা হয়েছে সেইমতো আয় সংগ্রহ হবে কিনা সন্দেহ। এর উপর আছে খেয়াল খুশিমতো হিসাব বহির্ভূত ব্যয়। যে কারণে বাজেটে প্রস্তাবিত ঋণের বাইরে প্রতি বছর অতিরিক্ত ঋণ নিতে হচ্ছে। আগামী বছরেও তা ঘটবে বলে আশঙ্কা। এর ফলে দেখা দেবে মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক সংকোচন এবং সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশা। এর শেষ কোথায়?

বাংলার মন্দির টেরাকোটা ও বর্ধমান আলোচনাচক্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ ফেব্রুয়ারি : বর্ধমান উদয়চাঁদ মহিলা মহাবিদ্যালয়ে 'বাংলার মন্দির টেরাকোটা ও বর্ধমান' শীর্ষক একটি জাতীয় স্তরের আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। 'বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান' (প্রযত্নে সৌরভ) এবং উদয়চাঁদ মহিলা মহাবিদ্যালয় ও সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিজ এন্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া কলকাতা যৌথভাবে উদ্যোগ নেয় এই আলোচনাচক্রের। ৩১ জানুয়ারি এই আলোচনাচক্রটি দুটি ভাগে হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন শিক্ষাবিদ এবং 'নতুন চিঠি' পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বক্তব্য রাখেন ইতিহাসবিদ নীরদবরণ সরকার, অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়, গৌতম তা সহ বিশিষ্টজনেরা। প্রথম ভাগে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মুন্সি আজিস্বর রহমান।

দ্বিতীয় ভাগে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গৌতম সেনগুপ্ত। তিনি বর্ধমান জেলার পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের ভৌগোলিক অবস্থান টেরাকোটা ও স্থাপত্য অনুসারে কীভাবে গড়ে উঠেছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করেন। জেলার স্থাপত্য ও টেরাকোটা নিয়ে তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে বলেন, গবেষক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী। তিনি জানান, জেলাতে টেরাকোটা ও স্থাপত্য মিলিয়ে ১১০০টি এবং বর্ধমানে ৩০০টি মসজিদ, গীর্জা, মন্দির আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ পুরাতন চকের কালা মসজিদ। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ইতিহাসবিদ শ্রীলা বসু, অভ্র বসু প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন 'সৌরভ'-এর কর্ণধার গিরিধারী সরকার।

কাজ করতে গিয়ে বিহারে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাদা, মেমারি, ৩ ফেব্রুয়ারি : বিহারের পাটনার কাছে হিমঘরে কাজ করতে যাওয়া এরাজ্যের তিন শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যুর জন্য পাটলিপুত্র থানায় অভিযোগ দায়ের করল তাদের পরিবার। উল্লেখ্য যে ২৪ জানুয়ারি তারকেশ্বর থেকে পাটনায় একটি হিমঘরের বৈদ্যুতিক কাজে গিয়ে ছিল উদয় দাস, অভিমন্যু বেরা ও ইন্দ্রজিৎ জানা। এরা সকলেই হিমঘরের শীতাতপ যন্ত্রের মেকানিক। উদয় দাসের বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরে জ্যোৎশ্রীরাম পঞ্চায়েতের পাইকপাড়া গ্রামে। অন্য দুজনের বাড়ি হুগলির তারকেশ্বরে। তারা চিংড়ি মাছ সংরক্ষণের জন্য নির্মিত হিমঘরের কাজে গিয়েছিল। কাজ শেষ হয়েছে। ফিরে আসার কথা তাদের। ফিরে তো আসেনি এসেছে তাদের পরিবারের কাছে তাদের মৃত্যু সংবাদ। মৃত্যু সংবাদ পেয়েই সেখানে চলে যান তাদের পরিবারের লোকজন। পরিকল্পনামাফিক পিটিয়ে খুন করা হয়েছে বলে পাটলিপুত্র থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে ৩০২, ২০১, ১২০ বি এবং ৩৪ নং আই.পি.সি ধারায় পুলিশ মামলা দায়ের করেছে। মৃতদের পরিবার রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে।

পাটনায় ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ নিয়ে ফিরে আসে মৃতের আত্মীয় পরিজনরা। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া। তাঁরা বিহার সরকারকে ধিক্কার জানিয়েছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৬৪৯ সালের ৩০ জানুয়ারি। ২. ১৮৫৫ সালের ৩০ জানুয়ারি। ৩. ১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারি। ৪. ১৯৬৩ সালের ৩১ জানুয়ারি। ৫. ২০১৭ সালের ৩১ জানুয়ারি। ৬. ১৪৫৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি, জার্মানিতে, জোহান্সে গুটেনবার্গ। ৭. ১৯৬০ সালে ১ ফেব্রুয়ারি। ৮. ২ ফেব্রুয়ারি। ৯. ৪ ফেব্রুয়ারি। ১০. ১৯৩২ সালে ২ ফেব্রুয়ারি, মাতুলালয় সিউড়িতে। মৃত্যু ৮.৪.২০০৬। ১১. আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্স রাজ্যে, ১৬৯০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি। ১২. জর্জ ওয়াশিংটন, ১৭৮৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১ ফেব্রুয়ারি : সিপিআইএম-এর পূর্বস্থলী এরিয়া কমিটির অন্তর্গত নসরৎপুর ২নং শাখার প্রবীণ সিপিআই(এম) সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জীর জীবনাবসান হয় ইটখোলা গ্রামে। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ৮২ বছর। তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে ভুগছিলেন। ৭০-এর দশকে তিনি বামপন্থী আন্দোলনে যুক্ত থাকার জন্য হেনস্থার শিকার হন এবং এলাকাছাড়া হন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সিপিআই(এম) সদস্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। তার বাড়িতে যান পার্টির নেতা রতন দাস, সাহাদুল খান, স্থানীয় পার্টির নেতা সুদেব ভট্টাচার্য, শ্যামল চৌধুরী ও অমলেন্দু বিশ্বাস। মাল্যদানের পর শোকমিছিল হয়। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছেন সিপিআই(এম)-এর পূর্বস্থলীর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুব্রত ভাওয়াল। রাতে কালনা শহরে বারিনঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মৃত্যুকালে রেখে গেছেন তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলে-বৌমা ও দুই নাতি।

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১ ফেব্রুয়ারি : সিপিআই(এম) সদস্য মেমারির গন্তার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কবিরপুর গ্রামের অনিল বাগ (৫৮)-এর জীবনাবসান হয়েছে। অনিল বাগ দীর্ঘদিন কৃষক-আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু অসুস্থতার কারণে পার্টির কাজ করতে পারছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে এলাকার পার্টি নেতৃত্ব তাঁর বাড়ি গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান ও তাঁর পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানান। তাঁর স্ত্রী মমতা বাগ বর্তমানে পার্টি সদস্যা। তাঁর দুই ছেলে, নাতি-নাতনি, বৌমা বর্তমান।

সঠিক সময়ে ফল প্রকাশের দাবিতে আন্দোলন করবে এস.এফ.আই

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : স্নাতক স্তরে ফল প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায়, স্নাতক স্তরের প্রথম বর্ষের ফল প্রকাশে পাশের হার ১১.৮ শতাংশ যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা এবং দ্বিতীয় বর্ষের কলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তরপত্র উইপোকাতে খেয়ে নেওয়ার ঘটনা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কমিটি গঠন করলেও এখনও পর্যন্ত কোনো ফলাফল জানা যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন এই অভিযোগে উদ্বিগ্ন ভারতের ছাত্র ফেডারেশন নেতৃত্ব আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্বেগ প্রকাশ করে ঘোষণা করলেন সঠিক সময়ে ফল প্রকাশের দাবিতে তারা জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলবে।

কালনা রেডক্রস আবার খুলল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ ফেব্রুয়ারি : পরিচালনার অভাবে ২০১৪ সাল থেকে তালাবন্দি অবস্থায় ভুতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছিল কালনার ঐত্যহ্যবাহী রেডক্রশ। কোনো স্থানই শূন্যস্থান থাকে না এই প্রাকৃতিক নিয়মেই সন্ধ্যার পর অসামাজিক কাজের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা কেউ কেউ এই অসামাজিক কাজে অতিষ্ঠ হয়ে মিডিয়ারও শরণাপন্ন হয়েছিলেন। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেই রেডক্রশের বন্দিদশা কাটল। খুলে গেল রেডক্রশের দরজা। পরিকাঠামো সংস্কারের পর পূর্বের মতো সমস্ত পরিষেবাই চালু হয়ে যাবে এখানে। ঐতিহ্যবাহী রেডক্রশ সমিতির দরজায় তালা পড়ে যাওয়ার পর রেডক্রশের অধিকাংশ লাইফ মেম্বারই মর্মাহত হয়েছিলেন। সেই মর্মাহত মেম্বাররাই এই সমিতির দরজা খোলার জন্য কেউ কেউ কালনা মহকুমা শাসক নীতিন সিংহানিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেন। কালনা মহকুমা শাসক সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে রেডক্রশের দরজা খুলে দিতে সক্ষম হলেন। মহকুমা শাসক জানান—সবকিছু ঠিকঠাক করে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই রেডক্রশের সমস্ত পরিষেবা চালু করা সম্ভব হবে।

রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা : রানিগঞ্জের বক্তারনগর অঞ্চলে ডি.ওয়াই.এফ.আই-এর পক্ষ থেকে রক্তদান শিবির সংগঠিত করা হয়। ৩৬ জন যুবক এই রক্তদান শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এদিনের রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি অনামিকা সরকার, সম্পাদক হেমন্ত প্রভাকর, এস.এফআই-এর জেলা সম্পাদক মৈনাক চ্যাটার্জী, শ্রমিক নেতা গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, বংশগোপাল চৌধুরী, বিবেক চৌধুরী, অমিয় লায়েক, যুবনেতা সাগর ব্যানার্জী, গৌতম রজক, সোনাই খাঁ প্রমুখ।

টাকা কাড়লো তৃণমূল নেতা

—প্রথম পাতার পর

যথাক্রমে ৭০ ও ৮৯ নম্বরে। অথচ ঘর বিলি করা হয়ে গেছে ১২০ নম্বর পর্যত। আগ্রাদহ গ্রামের অন্যান্য তালিকায় নারায়ণ ব্যানার্জীর নাম আছে ১৬ নম্বরে। কিন্তু ঘর বিলি করা হয়েছে ৬০ নম্বর পর্যন্ত। এস সি তালিকায় আগ্রাদহ গ্রামের ভবেশ দলুই-এর নাম আছে ৬৭ নম্বরে। দেওয়া হয়েছে ১৭৮ নম্বর পর্যন্ত। এই গ্রারেমই এস টি তালিকায় ৭৯ নম্বরে নাম আছে বুদিন মান্ডির। কিন্তু তাকে টপকে ঘর বিলি করা হয়েছে ১৯০ নম্বর পর্যন্ত। অন্যদিকে অকালপৌষ গ্রাম পঞ্চায়েতের সঞ্চালক তীর্থ ঘোষ এই অনিয়মের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। কিছু মানুষের জমি ও নথিপত্র ঠিক না থাকায় তাদের ঘর বরাদ্দ করা সম্ভব হয়নি। কালনা মহকুমা শাসক নিতীন সিংহানিয়া জানান, অভিযোগের তদন্ত করে দুই বিডিওকে রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।।

সরকারি অফিসাররা কালীনগরে

—প্রথম পাতার পর

পাড়ি জমায়। বর্তমানে এই গ্রামের তিন শতাধিক মানুষ সেখানে কাজ করেন। এদের প্রত্যেকেরই এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে সব রকম নথিপত্র আছে। মুম্বাই থেকে আতঙ্কে পালিয়ে আসা শ্রমিক রমিজ প্রধান, মফিজুদ্দিন মিঁয়াজি, বাবর আলী মিয়াজিদের অভিযোগ— পূর্বে সেখানকার পুলিশ ধরলে পরিচয়পত্র দেখালেই ছেড়ে দিত। মাস দুয়েক হল পুলিশ পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করছে। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর তকমা লাগিয়ে ফাটকে ভরে দিচ্ছে। ওখানে বাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হওয়ায় অনেকে মুম্বাই ছাড়ছে।

কালনা মহকুমা শাসক নীতিন সিংহানিয়া গ্রামবাসীদের সমস্ত কথা শোনার পর জানান, আমি বিভিন্ন মিডিয়ায় কালীনগর গ্রামের খবর দেখেছি। আমিও একটা উদ্বেগের মধ্যে আছি। এরপর ৩ ফেব্রুয়ারি সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে মুম্বাই পুলিশ গ্রামে এসে তথ্য যাচাই করেন।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা